R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীনিবাস আপরওয়ালা (পাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং

এর জন্য যোগাযোগ করুন—

ষ্টুডিও চিত্রশ্রী

রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

এজেন্ট : ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
১৭ই এপ্রিল, ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

বহু মানুষের সর্ব্বনাশ করে আর একটি সঞ্চয় সংস্থার নাভিশ্বাস

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জননী ফাইনান্স ব্যবসা গুটানোর পর আর একটি সঞ্চয় সংস্থা ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ ব্যবসা সরিয়ে নিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। খবর স্থানীয় অফিসের সমস্ত কাগজপত্র এমন কি লেটার প্যাডও নাকি হেড অফিস কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হয়েছে হিসাবপত্র সম্বলিত খাতাপত্রও। জনৈক কাজেম আলি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান ১৯৮৬ সাল থেকে ঐ কোং এর এজেন্ট (নং ৯৮১৯১৬) তাঁর কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা নিয়ে এসেছেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত টাকা নিয়ে হঠাৎ টাকা নেওয়া বন্ধ করে দেন। কাজেম আলির সার্টিফিকেট নং ৪৪৯৭৮৩৩। প্রথম দিকে তিনি কয়েক কিস্তির রসিদ পান। পরে তাঁকে বেশ কয়েক কিস্তির কোন রসিদ দেওয়া হয়নি। তাঁর কিস্তি জমার পরিমাণ হাজার টাকার মতো বলে তিনি জানান। তিনি আরোও বলেন তাঁর মতো আরও অনেকে টাকা জমা দিয়ে কোন রসিদ পাননি। কোম্পানীর স্থানীয় অফিসে গেলে প্রায়ই কাউকে পাওয়া যায় না, গেলেও সদুত্তর মেলে না। এখানকার একজন দুঃস্থ রিক্সাওয়ালা এই সংস্থায় ৫ বছরে প্রায় ১৮০০ টাকা জমা দেন। তার (শেষ পৃষ্ঠায়)

দালের প্রভাবে স্থানীয় মেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছেন

আহিরণ : মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পে ১৯৯০—৯১ অন্যান্য ব্লকের মতো সুতী ১নং ব্লকে চারজন স্থানীয় মহিলার নার্সিং ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেন। ঐ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সুতী ১নং ব্লকের অনেক মাধ্যমিক পাশ মেয়ে আবেদন করেন। নিয়ম অনুসারে প্রার্থী বাছাই হয় মাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। কিন্তু সুতী ১নং ব্লকের প্রার্থী বাছাই-এর ক্ষেত্রে যে তালিকা তৈরী হয়েছে এঁদের মধ্যে মৌসুমী চৌধুরী ও মীণাক্ষী দাস স্থানীয় বাসিন্দা নন। মৌসুমী চৌধুরী সুতি ২নং ব্লকের ইসলামপুরের বাসিন্দা এবং মীণাক্ষী দাসের বাড় রঘুনাথগঞ্জে। কিন্তু এঁদের দু'জনের মামার বাড়ি সুতি ১নং ব্লকে। সেই ঠিকানা দেখিয়ে এঁদের নিয়োগ করা হয়েছে। আইনানুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্তকে অবশ্যই সেই ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। কিন্তু দলীয় প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বিগত বছরগুলিতেও স্থানীয়দের না নিয়ে ঐভাবে অন্য ব্লকের অনেককেই ট্রেনিং-এর সুযোগ করে দিয়ে স্থানীয় মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগে সোচ্চার।

অপরাধীকে এম আর ডিলারশীপ দেওয়া হলো

সাগরদীঘি : এই থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ানডাঙ্গায় এম আর ডিলারশীপ পাবার জন্য ৫ জন দরখাস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন নাম প্রত্যাহার করলে মহকুমা খাদ্য সরবরাহ বিভাগ থেকে যোগ্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করে, মহকুমা খাদ্য নিয়ামক নুরুল ইসলামকে যোগ্য বলে স্থির করেন। যথারীতি তাঁর নাম সুপারিশ করে মহকুমা শাসককে পাঠানো হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ঘটনা মহকুমা শাসক অফিস থেকে জনৈক নজরুল ইসলামকে এম আর ডিলার হিসাবে মনোনীত করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই নজরুল নাকি দিল্লীতে এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় জিনিসপত্র তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। দিল্লীর পুলিশ নাকি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের একজন ব্যক্তি কি করে এম আর ডিলার হিসাবে মনোনীত হলেন তা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছেন না।

এন টি পি সির শ্রমিক অশান্তি মিটলো

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১৩ মার্চ স্থানীয় তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে মেটিরিয়ালস্ বিভাগের জনৈক কর্মী ঐ বিভাগের ম্যানেজার কে, আয়, নিবাসনের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে টানা ২৮ দিন প্ল্যান্টের কর্মীরা যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, তাতে প্ল্যান্টের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শেষে গত ৯ এপ্রিল রাতে প্ল্যান্টের জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বারে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় এই ঘটনার মীমাংসা হয়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

তপশিলী সম্প্রদায়ের দু'দলে সংঘর্ষ

আহিরণ : গত ১৩ এপ্রিল সুতি থানার হারোয়া গ্রামের তপশিলী সম্প্রদায়ের রাজবংশী ও রবিদাসদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে খবর। সংঘর্ষের কারণ জানা যায়নি। গ্রামবাসী সূত্রে খবর বিজেপির সমর্থক বলে খ্যাত রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি দল আর এস পি সমর্থক রবিদাসদের উপর চড়াও হয় ও তাদের ঘরদোর ভেঙ্গে দেয়। আর এস পির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিরিঞ্চি রবিদাসের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোট হবে মে মাসের শেষ সপ্তাহে

রাজনৈতিক প্রতিবেদক : নির্বাচন কমিশন গত ১২ এপ্রিল নির্বাচন সূচী ঘোষণা করলেন। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০, ২৩, ২৬ মে ভারতের সর্বত্র ভোট নেওয়া হবে। তবে কোন রাজ্যে কোন দিনটিতে ভোট হবে তা দু'একদিনের মধ্যেই জানানো হবে। পঃ বঙ্গে একই দিনে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন হবে। ভোটের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার ১৩৯৮ সাল

নূতনেরে করি আহ্বান

পুরাতন ১৩৯৭ তাহার যাত্রা শেষে বরণ করিল নূতন ১৩৯৮কে। এখনও পুরাতনের সুরধ্বনি আকাশে বাতাসে শেষের রেশ টানিয়া চলিতেছে। পুরাতনের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া নূতন তাহার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সে রূপ সুন্দর হইবে, না আরোও কুৎসিৎ হইবে, তাহা ধারণা করা সুকঠিন। কবির ভাষায়—হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন/সহজ প্রবল/জীর্ণ পুষ্পদল যথা/ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে/বাহিরায় ফল।/পুরাতন পর্ণ পুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া/অপূর্ব আকারে।/তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—/প্রণমি তোমারে।। পুরাতন বৎসর যাহা দিয়া গেল তাহা অতীত। তাহা অন্ধকারে বিলীন হইল। এই বার পুরাতন অতীতের গর্ভ হইতে নূতন আত্মপ্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে অবয়বী হইয়া উঠিবে। নব বৎসরের প্রথমেই সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত করিয়া নব প্রশাসকগনের আবির্ভাব হইবে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনের ডঙ্কা বাজিতেছে। প্রার্থীদের আর্তি দৃষ্ট হইতেছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বিগত বৎসরে ট্রাজিডির খেলা দেখাইয়া আমাদিগকে হতবাক করিয়াছে, তাহারাই আবার বীরদর্পে অবতীর্ণ আসরে। ঘোষণা করিতেছে আমাদিগকে একবার কর্তৃত্ব অর্জনের সুযোগ দাও—তোমাদের সর্ব দুঃখ দূর করিয়া দেখাইয়া দিব কিরূপে প্রশাসন চালাইতে হয়। আমরা অবাক বিস্ময়ে শুধু দেখিতেছি আর ভাবিতেছি কি আমাদের কর্তব্য, কি আমাদের ভবিতব্য। তবুও নূতন বৎসরকে আবাহন করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া সুখ স্বপ্ন দেখিব। আশা করিব পুরাতন দুঃখ দুর্দশা নিঃশেষিত হইয়া নূতন বৎসরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিবে। খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা গত হইয়া সুখের নবাঙ্কুর আলোকে শির উর্দ্ধে তুলিয়া হাস্যমুখে চাহিয়া সকলের অন্তরে সুখের হিল্লোল বহাইয়া দিবে। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি ঘুচাইয়া দিয়া, লাভ ক্ষতির টানাটানি, কলহ, সংশয় দূর করিয়া নূতন আমাদিগকে মহা-জীবনের স্পর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সবল সুস্থ জীবনের অধিকারী করিবে। নূতনের ডাকে, তাহার সুখের আহ্বানে "আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব/অর্পিব পরাণ।"

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ফরাক্কা ডাকঘর প্রসঙ্গে

গত ২০ ফেব্রুয়ারীর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'ফরাক্কা ব্যারেজ ডাকঘরে'.....ইত্যাদি সংবাদ পড়লাম। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার (প্রকাশিত) বাদ দিয়ে আমাদের খোলা চোখে যা ধরা পড়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। প্রথমে তারের ব্যাপারে বলছি। গত ১৯৮৯ সালের শেষ ডিসেম্বর থেকে টেলিগ্রাম যন্ত্র 'টিস, টিস কহে নাকো, ধাওত গেল্‌ছে ডুবব্যা" অবস্থা। আজ পনেরো মাস ধরে তারবার্তা (বহরমপুর বাদে) জেলা জুড়ে লাগাতার তারে আর চলে না। চলে ডাকব্যাগে বন্দী হয়ে রেলগাড়ীতে চড়ে। অথচ এখনো নাম তার 'তার-বার্তা'। এ যেন 'সতীত্বের আড়ালে অসতীর' কারবার বা পারাণী গুণে সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়া বার্তা তারে না চলেও তার টানা আছে। আছে একটি ঢেঁকি কল। 'সম্রাট এবং নূতন পোষাকের' তাঁতীদের (ঠগ) গল্প স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও জেনে শুনে মানুষ যায় তার বার্তার সাহায্য নিতে। অনেকদিন হোল ডাক বিভাগের সাথে তার বিভাগ আলাদা হয়ে গেছে। বহরমপুর ছাড়া জেলার আর কোন ডাক বিভাগে তার বিভাগের নিজস্ব আলাদা লোক নাই। ডাক বিভাগের লোক মারফতই তার বিভাগ কাজ সারে। এখন তার বিভাগের কারবারই আলাদা কিসিমের। দেখুন না, পনের মাস ধরে তার-লাইন অচল, অথচ কাজের উপযোগী করতে চেষ্টা নেই। তার কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব আছে কি? না, নেই। কেন না, লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে 'তার-মালিক' নয়। এখনো তার লাইন দেখিয়ে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বিনা লেট ফীতে এবং এর পরে লেট ফী সমেত টাকার প্রাপ্তি রসিদ দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষও জানি না, কেন এই প্রতারক ফাঁদে পা দিচ্ছে। ডাকঘরে তার-কর্মীর অবস্থা দেখে মায়াও লাগে।

এবার আসুন, ফরাক্কা ব্যারেজ ডাকঘরের কোন কোন ডাক কর্মীর শিষ্টাচারের নমুনা দিচ্ছি। যা অবাঞ্ছিতই নয়, সম্পূর্ণ শিষ্টাচার বিরোধী। প্রথম দৃশ্য—যা বিভিন্ন কাজের সময় দেখেছি ফিকে বেগনী হাওয়াই সার্ট পরিহিত এক বিকট দর্শন যুবক অন্য এক খাঁকী পোষাক পরিহিত পিওনের (ই, ডি, ডি, এ) সাথে অশ্রাব্য গালা-গালিসহ ঝগড়াতে মত্ত। আস্ফালনসহ হুঙ্কার ঐ যুবকের। দম্ভের সাথে প্রকাশ করছে—তার বাবা রঘুনাথগঞ্জ হেড অফিসের পোষ্ট মাষ্টার আর পোষ্টাল সুপার তার গুরু-বাবা, ইত্যাদি। তারই জোরে দেখে নেবে এবং চাকরী খেয়ে নেবে। মনে হয় প্রদত্ত কোন টোপ প্রত্যাখ্যান করার পরিণতিতে এই ঝগড়া যা শিষ্টাচারের গণ্ডী অতিক্রম করে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। বিকট দর্শন যুবকের সাথে বেঁটে, কালো এবং পাকা-কাঁচা চুলের বিভাগীয় পিওনের (পোষাকটাই বলছে) সাথে দারুণ বাকযুদ্ধ। বিকট দর্শন যুবক শিষ্টাচার বহির্ভূত বহু অপভাষা ব্যবহার করতে থাকে। তার মধ্যে একটি শূয়োরের বাচ্চা। অন্যগুলি লেখা যাবে না। এর পর খিস্তী খেউড়ি অফিসের মধ্যে। তৃতীয় দৃশ্য—এবারও নায়ক সেই বিকট দর্শন যুবক যার দাঁতই তার পরিচিতি। এবার স্বয়ং পোষ্ট মাষ্টারের উপর চড়াও। নিরীহ পোষ্ট মাষ্টার মশাইকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি। নীরব পোষ্ট মাষ্টার মশাই চোখের জল ফেলছেন। বাহরে ডাক বিভাগের কর্মী। "এ্যাইসা নেই তো ডাকপালকে বেটা কাহে"? তারো একটি দৃশ্য—দ্বিতীয় দৃশ্যের পূর্বেই। সেই মহিলার জবানীতেই লিখছি। তাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাঁর স্বামী ডাকঘরে কাজ করেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই বিকট দর্শন যুবক তাঁর বাসায় গিয়ে যখন তখন খাবার চায়। লজ্জা, মমতা এবং ভয়ে নিজে অনাহারে থেকে যুবকটিকে খেতে দেয়। তাঁর স্বামী টোপ গিলেছেন এবং যুবকের কারসাজিতে তাঁদের স্বামী স্ত্রীতে দারুণ মনোমালিন্য। বিচারের মাধ্যমে মীমাংসা চেয়েছেন। কে করবে বিচার? ডাক বিভাগের শিষ্টাচারের এই কি নমুনা? যা আমাদেরকে দেখতে হয়। ডাক, তার এবং ফোন বিভাগের কর্তাদের কাছে আমরা জবাব চাই। কতদিন আর 'গো, এ্যাজ ইউ লাইক' পদ্ধতি চলবে। মহাস্থবির জাতক কর্তারা কি বলেন? ফোনের কথা? আরে তোবা, তোবা। 'আল্লা মেরি তওবা'। ফোনের কর্মীগণ এক একজন এক এক শাহেন শা। পালা করে একজন বাদে বাকীরা হারেমে থাকেন। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। একবার নিরপেক্ষ তদন্ত করেই দেখুন না! বলে রাখি ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকা তো 'নন ফ্যামিলিং এরিয়া' বা নো ম্যানস ল্যাণ্ড। এখানে সবই নীতি, কোন দুর্নীতি নেই। কাজ না করে বা অন্য ধান্ধায় ঘুরে মাস মাহিনা গুণে নেয়ার মত জায়গা আর কোথাও নেই ফরাক্কার মত। একেবারে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারী

—চঞ্চল সরকার, ফরাক্কা

রেলের কয়লা পাচার হচ্ছে

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় রেল ষ্টেশনের পূর্ব দিকের প্ল্যাটফরমে প্রতিদিন রাতের ট্রেনে ইঞ্জিন থেকে কয়লা নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চোরাকারবারীরা সেই কয়লা নিয়ে সাইকেলে নিয়মিত বাংলাদেশে পাচার করছে বলে খবর। খোজারপাড়ার বাস ষ্টপেজে কাসটমস হানা দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পাচার করা চোরাই মাল ধরতে। কিন্তু এদের হাতে কয়লা পাচারকারীরা কেউ এ পর্যান্ত ধরা পড়েনি বলে গ্রামবাসীরা জানান।

বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১০ এপ্রিল : পোপাড়া সন্তোষপুর পাকা সড়কের ধারে পোপাড়ায় নিজের জায়গায় বাড়ী তৈরীর জন্য ভিত খোঁড়ার সময় গত বুধবার পোপাড়া ব্যানার্জী-পাড়ার অরবিন্দ ব্যানার্জী মাটির ভিতর থেকে প্রাচীন যুগের একটি বিষ্ণু মূর্তি উদ্ধার করেন। উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট বিষ্ণু কালো পাথরে খোদাই করা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে সরস্বতী-লক্ষ্মী বেষ্টিত একচালায় দণ্ডায়মান। উভয় পার্শ্বে অসংখ্য কারুকার্য। মূর্তিটি বর্তমানে তাঁর বসতবাটিতে জন-সাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। প্রতিদিন অগণিত দর্শক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিটি ভক্তি-ভরে দর্শন করছেন। অরবিন্দ-বাবু মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনার বাসনা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় দুই দশক আগে পোপাড়ায় অনুরূপ একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বধূর মৃত্যু

ধুলিয়ান : গত ১০ এপ্রিল বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এক যুবতী বধূর মৃত্যু হয়। স্থানীয় শহরের হরিসভার বাসিন্দা দ্বিজপদ দাসের বৌ মালা (২৯) ভেজা গেঞ্জি বিদ্যুৎ তারে মেলতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যান বলে জানা গেছে। এক ছেলে এবং এক মেয়ে বর্ত্তমান।

মমতা সকাশে অজয়

সাগরদীঘি, ১০ এপ্রিল : সম্প্রতি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সাগরদীঘি ষ্টেশন পরিদর্শনের সময় হাওড়া থেকে হাওড়া ভায়া হাওেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নল-হাটী-রামপুরহাট-বর্ধমান ট্রেন চলাচল বিশ্বভারতী ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জ পর্যন্ত এক্সটেনসন, আজিমগঞ্জ-বর্ধমান ট্রেন প্রবর্তন, সাগরদীঘি ষ্টেশনে শেড নির্ম্মাণ ইত্যাদি দাবীতে সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় যুবনেতা অজয় ভকত সে বিষয়ে গত মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সাগরদীঘির জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি যাতে পূরণ হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান। মমতাদেবী নির্বাচনের পর বিষয়টি নিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর অজয় ভকত পূর্ব রেলের সেক্রেটারীর সঙ্গে একই বিষয়ে আলোচনা করেন। সেক্রেটারী বলেন, জি এম যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন অবশ্যই দাবিগুলি পূরণ করা হবে, তবে বিলম্ব ঘটবে। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর বিলম্বের পর আর এক বছরও যাতে বিলম্ব না ঘটে সেদিকে নজর দিতে অজয় ভকত অনুরোধ করেন বলে জানান।

বাস চাপায় যুবকের মৃত্যু হাসপাতালে ভাঙচুর ও ডাক্তার প্রহৃত

সাগরদীঘি, ১০ এপ্রিল : আজ সকালে এস এম জি আর রোডে জুগোয় মোড়ের কাছে বহরমপুর-গামী একটি বাসের ধাক্কায় জুগোরের একজন সাইকেল আরোহী যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যুবকটি সাইকেলে করে বাড়ী ফেরার পথে পাকা সড়কে চলন্ত বাসের সামনে হঠাৎ সাইডে ঢুকে পড়ে বাসের ধাক্কায় গুরুতর-ভাবে জখম হলে তাঁকে সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে বহরমপুর স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় এবং প্রয়োজনের সময় এ্যামবুলেনস চালকের সন্ধান না মেলায় উত্তেজিত জনতা কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধোর এবং হাসপাতালের দরজা ও জানলা ভাঙচুর করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে। পরে অন্য একটি গাড়ী করে আহত যুবককে বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার পথে যুবকটির মৃত্যু ঘটে। বাসটি সাগরদীঘি থানায় আত্মসমর্পণ করেছে।

এ রাজ্যের জন্য নতুন নির্ব্বাচনী প্রতীক

আসন্ন নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশন কয়েকটি নতুন প্রতীক চিহ্নের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় নিম্নলিখিত ৩৭টি নতুন প্রতীক চিহ্ন আছে। চিহ্ন-গুলি হলো : বিমান, আপেল, কুঠার, ঝুড়ি মাথায় একজন মহিলা, বাই সাইকেল, তীর ধনুক, নৌকা, বালতি, সবজি ভরা ঝুড়ি, ইট, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, টানাগাড়ি, গাড়ি, চেয়ার, ঘড়ি, নারকেল গাছ, ধান ভানা চাষী, ড্রাম, জ্বলন্ত মশাল, হ্যারিকেন, হস্তচালিত পাম্প, জগ, কেটলি, মই, তালাচাবি, ডাকবাক্স, পাত্র, লাঙ্গল, উদিত সূর্য্য, রেডিও, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, সেলাইকল, চশমা ও দুট পাতা।

(প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো)

মজুরী বৃদ্ধির দাবী নিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের গণডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৬ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর এ্যাণ্ড প্যাকাস' ইউনিয়ন মজুরী বৃদ্ধিসহ ৯ দফা দাবী নিয়ে দাস, মলয় ও অশোক বিড়ির ম্যানেজমেন্টের কাছে ডেপুটেশন দেন। ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় প্রায় ২০০ বিড়ি শ্রমিক মলয় বিড়ির সামনে জমায়েত হন। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সিটুর জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক উদয় ঘোষ ও স্থানীয় কমিটির সম্পাদক সাংফুল ইসলাম। বক্তব্যে নেতারা বলেন; মালিকগণ শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখে প্রায় ৮ সপ্তাহ মজুরী দেননি। চুক্তি অনুযায়ী পাতা তামাক দিতে গড়িমসি করছেন। সমাবেশের পর সারথী মুখার্জী, সাধন মৈত্র ও ইসরাইল সেখের নেতৃত্বে মালিকদের কাছে দাবীগুলি সত্বর পূরণের জন্য এক স্মারকপত্র দেওয়া হয়।

আর এস পি থেকে কংগ্রেসে

সাগরদীঘি : স্থানীয় থানার বাসিন্দা এবং আর এস পির নেতৃ স্থানীয় কর্মী জয়চাঁদ দাস তাঁর বেশ কিছু সমর্থক নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়। জয়চাঁদ দাস বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আর এস পির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর দল-ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে জয়চাঁদের এক সহকর্মী বলেন আর এস পি বর্ত্তমানে নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করে সি পি এমের লেজুর বৃত্তি করে চলার প্রতিবাদেই তাঁরা দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

গ্রাম পথে ছিনতাই বাড়ছে

সাগরদীঘি : গত ১২ এপ্রিল বিকালে হাঁটা পথে মনিগ্রাম থেকে এক দম্পতি পাটলী গ্রামে ফিরছিলেন। সেই সময় রেল-লাইনের ধারে তিনজন দুষ্কৃত-কারী তাঁদের আটক করে সব কিছু ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায়। একজন সাইকেল আরোহী দূর থেকে এই ঘটনা দেখে গাঁয়ে খবর দিলে গ্রামবাসীরা ছিনতাই-কারীদের তাড়া করেন, কিন্তু ধরতে পারেনি।

মথুরাপুরে সুপার এক্সপ্রেস ছাড়া সব বাসই থামবে

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি মথুরাপুরে বাস ষ্টপেজের দাবীতে বিজেপির আন্দোলনের ফলে গত ৬ এপ্রিল আর টি এ মুর্শিদাবাদ তাঁদের মেমো নং ৬১০/১/৩ এম ডিতে সুপার এক্সপ্রেস ছাড়া সব বাসকেই মথুরাপুরে থামতে নির্দেশ দিলেন। মেমোর কপি তাঁরা মহকুমা শাসক ও বিজেপির স্থানীয় অফিসে পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়।

ভর্ত্তি চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম) এ ১৯৯১-১৯৯২ সেশনে ভর্ত্তি চলিতেছে। সত্বর যোগা-যোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত।

যোগাযোগ স্থান এবং সময়

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল
(ইংলিশ মিডিয়াম)
ভাগীরথী ফ্রী প্রাইমারী বিদ্যালয়
(ফাঁসিতলা)
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
সকাল ৮টা পর্যন্ত।

সুতী থানা অঞ্চলে খুন বেড়ে চলেছে

আহিরণ : সুতি থানা অঞ্চলের গ্রামবাসীদের অভিযোগ এতদঞ্চলের প্রায় সব গ্রামে চুরি, ছিনতাই, খুন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মাসখানেকের মধ্যে ২/৩ জন নিহত এবং ১ জন নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ ব্যক্তির কোন হদিশ না মেলায় গ্রামবাসীদের সন্দেহ তাঁকেও খুন করা হয়েছে। নুরপুর, মহেশাইলের লোকাইপুরে, আহিরণের মধুডিহিতে এইসব ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের গোলমাল ও সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য এলাকার মানুষদের পুলিশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের মুখে ঐসব গোলমালের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার তালে রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় না হলে এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে জনগণের দুর্দশা বাড়িয়ে তুলবে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

দু'দলে সংঘর্ষ

(১ম পাতার পর)

অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্ত জনৈক সেনটু রবিদাস জানান ১৪ এপ্রিল সুতি থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ আসেনি। এ সম্পর্কে স্থানীয় বিজেপি নেতা ও সুতি কেন্দ্রের সম্ভাব্য বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী জানান সংঘর্ষের খবর পেয়ে তিনি হারোয়া গ্রামে যান ও দু'পক্ষকে নিয়ে শান্তি আলোচনায় বসেন। এবং ভবিষ্যতে যেন এরূপ ঘটনা না ঘটে সে সম্বন্ধে তাঁদের কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেন। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী এই ঘটনাকে নির্বাচনে ফায়দা তুলতে রাজনৈতিক রূপ দিতে চাইছে।

ছুটির দিনে ডিলারদের রিটার্ণ দাখিলে বাধ্য করা হচ্ছে

ধুলিয়ান : স্থানীয় রেশন ডিলাররা জানাচ্ছেন পঃ বঃ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সারকুলার নং ৯৩৯৯/১(১) এফ, এস, তাং ৩-৯-৮৬ অনুযায়ী রবিবার অর্দ্ধ দিবস ও সোমবার পুরো ছুটি পেয়ে আসছিলেন। এবং সেই অনুযায়ী সাপ্তাহিক রিটার্ণ মঙ্গলবার দাখিল করছিলেন। বর্তমান মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক গত ১৮ মার্চ '৯১ এক চিঠিতে ডিলারদের সোমবারেই রিটার্ণ দাখিল করতে ও এ্যালোটমেন্ট চাইতে এবং মঙ্গলবারে মাল এজেন্টদের কাছ থেকে নিতে আদেশ দিয়েছেন। ফলে এম আর ডিলারদের ছুটি ভোগ করার কোন সুযোগ থাকছে না। মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এই আদেশের সত্যতা স্বীকার করে বলেন জনসাধারণের সুবিধার্থে অর্থাৎ যাতে তাঁরা সপ্তাহে অন্তত পক্ষে বুধ থেকে রবিবার পর্যন্ত রেশন পান তার জন্যেই এই ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

সঞ্চয় সংস্থার নাভিশ্বাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সার্টিফিকেট নং ৪৪৯৪৯৭১। কিস্তির সব টাকা জমা শেষ হওয়ায় তিনি ফাইন্যাল ক্লেমের জন্য দরখাস্ত করেন। জনৈক করণিক কোম্পানীর পক্ষে ঐ ক্লেম ফর্ম জমা নেন। কিন্তু তিনি ছাপা রসিদের পরিবর্তে একটি রুল টানা সাধারণ কাগজে ডিলিং ক্লার্কের রবার ষ্ট্যাম্প দিয়ে সহি করেছেন দেখা যাচ্ছে। উক্ত রিক্সাওয়ালাকে সেই ডিলিং ক্লার্ক বলেন—টাকা পাবেন ঠিকই তবে ১/২ বছর দেরী হতে পারে। বারে বারে খোঁজ নিবেন। আরো জানা যায় স্থানীয় সাবরেজিস্ট্রী অফিসের দলিল লেখক এক্রামুল হক মাসিক ২৫ টাকা কিস্তিতে তিন বছর টাকা জমা দেন। তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে গত নভেম্বর '৯০ এ। তাঁকেও ঐ ভাবে ঘোরানো হচ্ছে। জঙ্গিপুরের প্রণব ত্রিবেদী জানান তাঁর সার্টিফিকেট নং ৪৪৯৮৫৩৪ যার ম্যাচুরিটি ভ্যালু ছিল ১,০০,১০০ টাকা। সেই সার্টিফিকেট পলিসিতে তিনি প্রায় ১৩০০০ টাকা জমা দিয়ে ঋণ চাইলে তাঁকে নানা অজুহাতে স্থানীয় অফিস ঘুরিয়ে দেয়। এমন কি লোনের জন্য দরখাস্ত ফর্মও দেয় না। প্রশাসনের নাকের ডগায় মহকুমা শহরে এই রকম একের পর এক সংস্থা গজিয়ে উঠে বহু মানুষের সর্বনাশ করে গেলেও প্রশাসন নির্বিকার। শেষ খবর ঐ সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের বেতনভাতা বেশ কয়েক মাস হেড অফিস থেকে আসছে না। প্রিমিয়ামের যেটুকু টাকা জমা পড়ছে, তা ভাগ বাটোয়ারা করে তাঁরা নিয়ে নিচ্ছেন বলে জানা যায়।

অশান্ত মিটলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খবর ১৫ মার্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারস এ্যাসোসিয়েশন লিখিত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটার প্রতিশ্রুতি দেন। আরো ঠিক হয় ম্যানেজার কে, আর নিবাসন এ ব্যাপারে লিখিতভাবে তাঁর অন্যায় স্বীকার করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবকটি শ্রমিক সংগঠন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। উল্লেখ্য গত ৮ এপ্রিল কলকাতায় পঃ বঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও পাওয়ার সেক্রেটারীর সঙ্গে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক আলোচনা হয়। সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে ৯ এপ্রিল এই মীমাংসা সূত্রে সকলে এক মত হয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

ভোট হবে মে মাসের শেষ সপ্তাহে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নোটিশ জারী হবে আগামী ১১ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল। স্ক্রুটিনী ২৭ এপ্রিল। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ এপ্রিল। জঙ্গিপুর মহকুমায় লোকসভা ও বিধানসভায় সম্ভাবিত প্রার্থীদের নাম জানা গেছে। কংগ্রেস থেকে লোকসভায় প্রার্থী হচ্ছেন লালবাগের প্রাক্তন বিধায়ক মান্নান হোসেন, সি পি এমের জয়নাল আবেদিন ও বি জে পি পক্ষে ডঃ ধনঞ্জয় দাস। বিধানসভা কেন্দ্রে—ফরাক্কায় কং মৈনুল হক, সি পি এম আবুল হাসনাৎ, বি জে পি ষষ্ঠীচরণ ঘোষ। অরঙ্গাবাদ কংগ্রেস হুমায়ুন রেজা, সি পি এম তৈয়ব আলী, বি জে পি অশোক দাস। সুতি কংগ্রেস হোসেন আলী, আর এস পি শীষ মহম্মদ, বি জে পি চিত্ত মুখার্জী। জঙ্গিপুর কংগ্রেস হবিবুর রহমান, আর এস পি আবদুল হক, বি জে পি হরিরঞ্জন সরকার। সাগরদীঘিতে কংগ্রেস নৃসিংহ মণ্ডল, সি পি এম পরেশ দাস, বি জে পি সুনীল দাস।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম ★ গভঃ রেজিঃ)

স্থাপিত ঃ ১৯৭৭

আনন্দ সংবাদ ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিদ্যালয়ে Std. V. VI চালু করা হল।

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফরম্ দেওয়া হচ্ছে। নার্শারীতে তিন বৎসরের শিশুর ভর্তি হওয়া যায়।

প্রিপারেটরী হতে Std. VI পর্যন্ত সব শ্রেণীতেই এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। সত্বর যোগাযোগ করুন। সময় সকাল ৮—৯ (শনি ও রবিবার বাদ)। ১৮ এপ্রিল থেকে ভর্তি শুরু হয়েছে।

যোগাযোগ ঃ স্বাঃ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল

গ্রাম জোতকমল, পোঃ জঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

২। ম্যাকোঞ্জ পার্ক ফ্রি প্রাঃ স্কুল

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (ফিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।